দৈনিক জনকণ্ঠ

● 1 2002

মানুষ গড়ার কারিগর যাঁরা–

আমাদের দেশে পরীক্ষাতে নকল একটি সাধারণ মামুলি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী তার আসল কাজ পড়াশোনা না করে নকলের জন্য যেন মুখিয়ে থাকে। বিশেষ করে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার সময় এটা বিশেষভাবে দেখা যায়। এই দুটি পরীক্ষা এলে নকলের বিষয়টি নিয়ে যেন তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে যায়। এসব পরীক্ষার প্রথম দিনে অত হাজার, পরের দিন অত হাজার–এভাবে নকলের অভিযোগে বহিষ্কৃত হতে থাকে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। যাঁরা সমাজ নিয়ে ভাবেন, তরুণ সমাজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবেন, তাঁদের সবাই এসব খবরে উদ্বিগ্ন হন। দুঃখ পান। ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাও সৃষ্টি হয় তাঁদের মনে। নকল নিয়ে দেশে বেশ কিছুকাল ধরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যাতে মানুষের এই হতাশা বাড়তে থাকে।

নিয়োগ পরীক্ষায় নকল করে শিক্ষক হয়ে কী শিক্ষা দেবেন তাঁরা জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে?

নকল যে একটা অনৈতিক অর্থাৎ অন্যায় কাজ, এ কথা শুধু নকলকারী পরীক্ষার্থীরা ভুলে যায়, তাই নয়। ভুলে যান তাদের যাঁরা নৈতিকতার শিক্ষা দেন, তেমন কোন কোন শিক্ষকও। বই খুলে পরীক্ষার হলে নকল হয়েছে। নকল পকেটে করে নিয়ে হলে ঢুকেছে, ধরা পড়েছে, বস্তা বস্তা নকল উদ্ধার হয়েছে। এই অবস্থা বাড়তে বাড়তে একসময় অবস্থা এমন হয়েছে, যাতে নকলকারীরা দাবি তুলেছে, নকল করার অধিকার চাই! নকল ধরলে অপমান করেছে তারা। হুমকি দিয়েছে দেখে নেবে বলে। কোথাও কোথাও দেখেও নিয়েছে। হামলা করেছে। ভাংচুর করেছে। অর্থাৎ একটা নৈরাজ্যের অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যা যা করা দরকার, নকল করার অধিকারকামীরা তাই করেছে। মানুষ অবাক হয়েছে, ভেবেছে, এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে পরীক্ষা নেয়ার দরকারটা কি? দরকার কি মেধা-যাচাইয়ের? নকলের ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে একসময় পৌঁছে যায়, যার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নের মুখে পড়ে। আরও একটা বিষয় মানুষকে ভাবিয়ে তোলে বিশেষভাবে। কোন কোন শিক্ষকও নকল করতে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করছেন, উৎসাহিত করছেন–ব্যাপারটা শুধু এটুকুই নয়। অনেক অভিভাবকও নকল করতে উৎসাহিত করছেন পরীক্ষার্থীদের। পরীক্ষায় নকল করে পরীক্ষার্থী পাস করুক–এসব অভিভাবক এটাই চান। এই প্রবণতা বেশ কিছুকাল ধরেই দেখা যাচ্ছে। যে-পরীক্ষার্থীর অভিভাবক নকল করার ব্যাপারে পরীক্ষার্থীকে উৎসাহ যোগান, তাঁরা পরীক্ষার্থীটির কি সর্বনাশ করছেন, তা ভেবেও দেখেন না। দেশে নকল ব্যাপক হওয়ার পিছনে এসব অভিভাবক এবং নকলে সাহায্যকারী ঐ শিক্ষকরাও কম দায়ী নন।

শুধু এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষাতেই নয়, অন্য অনেক পরীক্ষাতেও এই অনৈতিক পন্থা অনুসরণ করতে দেখা যায়। এর সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ সরকারী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। এটাও হয়ে দাঁড়ায় আর পাঁচটা সাধারণ পরীক্ষার মতোই। সমানে নকল চলেছে এই পরীক্ষাতেও। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন দেবার ঘটনাও ঘটেছে। ঘটেছে আরও একটি ঘটনা–প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার–যাঁরা ক্লাসে পড়াবেন, তাঁরাই নকল করে পরীক্ষা দিয়ে ঐ ক্লাসে যেতে চান! তাঁদের পরীক্ষায় একজনের হয়ে অন্যজনের পরীক্ষা দেয়ার ঘটনা ধরা পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেই যদি এঁদের এই মানসিকতা হয়, তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত কি! শিক্ষার ভবিষ্যত কি? যাঁরা কোমলমতি শিশুদের শিখাবেন সত্য কথা বলতে, আদর্শবান হতে, তাঁরাই যদি এমন অসৎ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে শিশুরা কি শিখবে? পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ-সম্পর্কে এক রিপোর্টে রাজধানীর একজন অভিভাবক ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছেন, দেখা গেল। তিনি উদ্বেগের সঙ্গে বলেছেন, 'যাঁরা শিশুদের শেখাবেন, 'সবসময় সত্য কথা বলবে, অন্যায় কাজ করবে না, পরীক্ষায় নকল করবে না'–তাঁরাই যদি নকল করেন পরীক্ষায়, তাহলে কার উপর ভরসা করা যাবে? এ-প্রশ্ন তাঁর একার নয়। এ-প্রশ্ন সমাজের বিবেকবান প্রত্যেকের, প্রত্যেক অভিভাবকের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপক নকলের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত ঐ পরীক্ষা সরকার বাতিল ঘোষণা করেছে। গত বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা এক আদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিকে এই পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে লিখিত পরীক্ষা নেবার নির্দেশ দেয়া হয় বলে পরদিন জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে। জানা গেছে, গত ১৪ জুন সহকারী শিক্ষকের লিখিত এই পরীক্ষায় দেশজুড়ে ২ লাখ ৮৬ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা বাতিল করা হলেও প্রধান শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নিয়ে কোন অভিযোগ না-ওঠায় তা বহাল রাখা হয়েছে। ১৪ জুনের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত এই পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম, নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার রিপোর্ট পত্রপত্রিকায় প্রকাশের পর সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটি তদন্ত করে লিখিত পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়মের প্রমাণ পায়। ঐ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার এ পরীক্ষা বাতিল করে।

নিয়ামত হোসেন

শিক্ষক হওয়ার জন্য পরীক্ষায় নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রক্সি-এর চেয়ে লজ্জাকর, দুঃখজনক আর কী হতে পারে! এই ফাঁস-হওয়া প্রশ্নপত্রের ফটোকপি নিয়ে কী হুড়োহুড়ি, কেমন কাড়াকাড়ি! প্রশ্নপত্রের ফটোকপি দু'হাজার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি হয়েছে বলে খবর বেরোয়!

আরও খবর বেরিয়েছে, অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসে বেশ কয়েকজন ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছে!

নৈতিকতা কোথায় নেমে যেতে পারলে এমন অবস্থা হয়, মূল্যবোধের অবক্ষয় কোথায় গিয়ে ঠেকলে এমন হতে পারে, তা চিন্তা করলে যেমন অবাক হতে হয়, তেমনি মনে শঙ্কাও জাগে এই ভেবে যে, কোথায় চলেছি আমরা! এই প্রবণতাটি একদিনে এমন ব্যাপক হয়নি, হঠাৎ করে একদিনেও সৃষ্টি হয়নি। সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রের, বিভিন্নদিকের নানামাত্রার নৈতিকতার অবক্ষয়ের সহগামী ধারাই এটি। তার ব্যতিক্রম নয়, ব্যতিক্রম হতেও পারে না। যাঁরা স্কুলে ছাত্রদের শেখাবেন জ্ঞান, দেবেন নৈতিকতার শিক্ষা–তাঁরা নকল করে চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কী নৈতিকতা শেখাবেন, সেটা যেমন একটি সঙ্গত প্রশ্ন, তেমনি যেসব ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে পাস করতে চেষ্টা করে, তারা পাস করে কি শিখছে, সেটাও একটা প্রশ্ন। শিক্ষকদের এই পরীক্ষার খবর থেকে দেশের আরেকটি বাস্তব চিত্রও ভেসে উঠেছে। জানা গেছে, সরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নেয়া হবে হাজার আটেক। কিন্তু গত ১৪ জুন সহকারী শিক্ষকের লিখিত পরীক্ষায় দেশজুড়ে ২ লাখ ৮৬ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। দেশের বেকারত্ব কী পরিমাণ, এ থেকেই তার খানিকটা আন্দাজ করা যায়। এমনিতেই বেকারের সংখ্যা বিপুল, তার উপর প্রতিবছরই এদের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সব পর্যায়ের বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। কোন তরুণ বা তরুণী যদি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টিকে কাজে লাগাতে না-পারে, সে যদি বেকার থেকে হতাশায় ক্ষয়ে যেতে থাকে, তাহলে সেটা তার জন্য যতখানি দুর্ভাগ্যের, গোটা সমাজের জন্যও তা কম দুর্ভাগ্যজনক নয়। এই দুর্ভাগ্য কবে যে আমাদের ঘুচবে! দেশকে উন্নত, শিক্ষিত করতে হলে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের দেশের কাজে, সমাজের কাজে লাগাতে হবে। সেইসঙ্গে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে প্রকৃত অর্থেই। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও সঙ্কটের কথা শোনা যায়। এসব দূর করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সত্যিকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। সেই সত্যিকার শিক্ষা হতে পারে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পরিবেশ নিশ্চিত করে ছেলেমেয়েদের সবাইকে সত্যিকার শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও মনোযোগী করতে পারলে। এই প্রকৃত শিক্ষার চেতনায় ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন আদর্শ শিক্ষকরা। এমন শিক্ষক আমাদের দেশে এখনও আছেন, এটাই ভরসার কথা। তাঁদের মধ্যে যাতে আদর্শহীন কেউ ঢুকে পড়তে না-পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে সর্বতোভাবে। একজন আদর্শ শিক্ষকের পরিচয় আমরা পেয়েছি এবছরই এক পরীক্ষায়। তিনি কিশোরীগঞ্জ উপজেলার এক সিনিয়র মাদ্রাসার একজন শিক্ষক,–মতিয়ার রহমান। পরীক্ষার হলে নকলের দায়ে তিনি বহিষ্কার করেছেন নিজ কন্যাকে। যেসব শিক্ষক ছাত্রদের হাতে নকল তুলে দেন, তাঁদের থেকে কী অসাধারণ চমৎকার এবং স্বাভাবিক ব্যতিক্রম তিনি! জনাব মতিয়ার রহমানের মতো শিক্ষকরা আছেন বলেই সমাজে মূল্যবোধগুলো এখনও উচ্ছন্নে যায়নি। নৈতিকতা এখনও শেষ হয়ে যায়নি, যেতে পারেনা। এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধগুলোই আমাদের পরম সম্পদ। এগুলো যেকোনভাবেই হোক, রক্ষা করতেই হবে।

শিক্ষকেরা সমাজের পরম শ্রদ্ধেয়। তাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষিত সমাজ ও শিক্ষিত জাতি তাঁরা গড়ে তোলেন। তাঁদের কাজের সঙ্গে অন্য কোন কাজেরই তুলনা হতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক আজও তাঁদের মহত পেশায় নিয়োজিত। তাঁরা বহন করে চলেছেন আদর্শের পতাকা। তাদের আদর্শেই গড়ে উঠছে শিশু-কিশোরদের জীবন। কিন্তু কেউ কেউ আদর্শের ক্ষতি করছেন। যাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এঁরা ভূলুণ্ঠিত করছেন শিক্ষক সমাজের যুগ যুগের আদর্শকে। তাঁরা কোনভাবেই সত্যিকার শিক্ষক হতে পারেন না।